যুগান্তর

তারিখ ... 27-SEP-2013
পৃষ্ঠা 20 কলাম 8

বরিশালে একই ক্যাম্পাসে দুই প্রতিষ্ঠান

# জিলা স্কুলছাত্রকে কুপিয়ে জখম : বিশ্ববিদ্যালয় অপসারণের দাবি

অপূর্ব রানা, বরিশাল ব্যুরো

একই স্থানে ক্যাম্পাস থাকায় জিলা স্কুল ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অসম বয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর জের ধরে বৃহস্পতিবার জিলা স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কুপিয়ে জখম করেছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে কটূক্তি করার অভিযোগে সোমবার জিলা স্কুলের গেট ভেঙে প্রবেশ করে হামলা ভাংচুর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এই অবস্থায় জিলা স্কুলের কলেজ ভবন থেকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ভবন অপসারণের দাবিতে গতকাল নগরীতে মানববন্ধন ও সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে জিলা স্কুলের শিক্ষার্থীরা। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

জানা গেছে, বরিশাল জিলা স্কুলে কলেজ শাখার কার্যক্রম চালু করার জন্য স্কুলের পেছনের অংশে সরকারি খরচে ভবন নির্মাণ করা হয়। কিন্তু পরে শিক্ষক ও ছাত্র সংকটে সেখানে আর কলেজের কার্যক্রম বেশি দিন চলেনি। ভবনটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ২০১১ সালে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পেলে তার জন্য বরিশাল সদর উপজেলার কর্নকাঠিতে ক্যাম্পাস নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু এর আগেই বরিশাল জিলা স্কুলের কলেজ শাখার ওই পরিত্যক্ত ভবনে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আপাতদৃষ্টিতে এতদিন শান্তিপূর্ণভাবে চললেও রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীকে জিলা স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্র কটূক্তি করে। বিষয়টি ওই ছাত্রী তার সহপাঠীদের জানালে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে সোমবার স্কুলের পেছনের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে ব্যাপক ভাংচুর এবং শিক্ষার্থীদের মারধর করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে জিলা স্কুলের শিক্ষার্থীরা পাল্টা হামলা চালালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। চলে ধাওয়া পাল্টাধাওয়া। পরে পুলিশ ও র‌্যাব এসে পরিস্থিতি শান্ত করে। ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বলেছিলেন বিষয়টি ভুল বোঝাবুঝির জন্য হয়েছে। দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এই বিষয়ে সচেতন করে দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দাবি করে তারা ওই স্কুলে গিয়ে ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষকের কাছে নালিশ করতে চেয়েছিল। এতেই স্কুলছাত্ররা তাদের ওপর হামলা করে। জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সাবিনা ইয়াসমিন জানান,

দাবি : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৮

## দাবি : অপসারণের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কোনো অভিযোগ না জানিয়ে হঠাৎ স্কুলের মধ্যে ঢুকে গ্যারেজে থাকা এক শিক্ষকের মোটরসাইকেল ও ছাত্রদের সাইকেলসহ অন্যান্য আসবাবপত্র ভাংচুর করে।

এদিকে এই ঘটনার তিন দিন পর ৭ম শ্রেণীর দিবা শাখার ছাত্র সাকায়েত হোসেন শিহাব গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে স্কুল সংলগ্ন ব্রাউন কম্পাউন্ড সড়ক দিয়ে বাসায় ফেরার সময় অজ্ঞাত পরিচয়ের ৩/৪ যুবক তার পিঠে ছুরিকাঘাত করে। এরপর তারা তাকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করে। প্রধান শিক্ষিকার অভিযোগ— বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তার ওপর হামলা চালিয়েছে। স্কুল ছাত্রের অভিভাবক ও সহপাঠীদের অভিযোগ ইভটিজিংয়ের ঘটনার জের ধরে তার ওপর হামলা চালিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। তবে সে কাউকে চিনতে পারেনি। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্ররাও জানিয়েছে ইভটিজিংয়ের সঙ্গে ওই ছাত্র জড়িত নয়। স্কুল ছাত্রদের ওপর দফায় দফায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে পড়ে জিলা স্কুলের শিক্ষার্থীরা। জিলা স্কুলের সব ছাত্র ক্লাস বর্জন করে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। একপর্যায়ে বিদ্যালয় সংলগ্ন সড়ক অবরোধ করে। তারা হামলাকারীর বিচার দাবি করে এবং জিলা স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাস অপসারণের দাবি জানায়। সেখানে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হলে পরে পুলিশ তাদের বিচারের আশ্বাস দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।